যুগান্তর

তারিখ 07 FEB 2018
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে আইন মেনে চলতে হবে : রাষ্ট্রপতি

যুগান্তর রিপোর্ট

বিদ্যমান আইনকানুন মেনে চলতে দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভিসিদের নির্দেশ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। পাশাপাশি যেসব বিশ্ববিদ্যালয় আইন মেনে চলছে না, সেগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ও সার্বিক কার্যক্রম নিবিড়ভাবে তদারকি করতে ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব কথা জানা গেছে। মঙ্গলবার বিকালে, বঙ্গভবনে সাক্ষাৎ করতে যান বিভিন্ন বেসরকারি

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে আইন মেনে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিরা। এ সময় উল্লিখিত নির্দেশনা দিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'আমি চাই ইউনিভার্সিটিগুলো সঠিকভাবে চলুক, শিক্ষার মান বজায় রাখুক ও আইনকানুন মেনে চলুক।' দেশে বর্তমানে ৯৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ৬২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন। ১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪২ জন ভিসি সাক্ষাৎ করেন। রাষ্ট্রপতি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চ্যান্সেলর। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান যুগান্তরকে বলেন, 'রাষ্ট্রপতি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি, শিক্ষার মান, নিয়োগ-ছাঁটাই প্রক্রিয়া, প্রশাসনিক কার্যক্রম, সিন্ডিকেট-একাডেমিক কাউন্সিল মিটিং, আয়-ব্যয়ের হিসাবসহ সার্বিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। দেশের ২৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে চ্যান্সেলর মনোনীত ভিসি, প্রোভিসি ও কোষাধ্যক্ষ নেই। রাষ্ট্রপতি এ ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি প্রশ্ন রাখেন, ওইসব বিশ্ববিদ্যালয় কী করে চলে? এগুলো বন্ধ করে দেয়া উচিত।' ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, 'রাষ্ট্রপতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, ইউজিসি অনুমোদিত আসন সংখ্যার চেয়ে বেশি শিক্ষার্থী ভর্তির অভিযোগ আছে। ইউজিসির তথ্য অনুযায়ী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী থাকার কথা ৩ লাখ ৪২ হাজার। কিন্তু বাস্তবে ৫ থেকে ৭ লাখ আছে বলে খোদ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা বিভিন্ন সময়ে দাবি করেছেন। এমন অবস্থায় ইউজিসি অনুমোদিত আসনের বাইরে ভর্তি করা শিক্ষার্থীরা বৈধ নয়।'

শুরুতেই রাষ্ট্রপতি ভিসিদের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক ভাষণ দেন। এ সময় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব সোহরাব হোসাইন এবং ১১ জন ভিসি-প্রোভিসি বক্তৃতা করেন। সঞ্চালনা করেন ইউজিসি চেয়ারম্যান।

সূত্র জানায়, রাষ্ট্রপতি ভর্তি ও সনদ বাণিজ্য নিয়ে ভিসিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বিনা কারণে জনবল ছাঁটাই থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেন। একজন কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, রাষ্ট্রপতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের (বিওটি) অনিয়মতান্ত্রিক নির্দেশনা না মানতে ভিসিদের নির্দেশ দেন। তিনি ভিসিদের সমিতি করার পরামর্শ দিয়ে বলেন, প্রতিবছর আমি আপনাদের সঙ্গে বৈঠক করব।

বৈঠকে অংশ নেয়া একজন ভিসি বলেন, যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদচর্চা, প্রশ্রয় ও লালন করা হয়, সেগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলেছেন রাষ্ট্রপতি। ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়কে নিবিড় পর্যবেক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি ভর্তি পরীক্ষা সহজ করা এবং পরীক্ষা ছাড়া শিক্ষার্থী ভর্তির বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

আরেকজন ভিসি জানান, যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অনুযায়ী স্থায়ী ক্যাম্পাসে কার্যক্রম পরিচালনার সময় হয়ে গেছে, সেগুলোকে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে নির্দেশ দেন। ইউজিসি চেয়ারম্যান জানান, 'রাষ্ট্রপতি দুঃখের সঙ্গে বলেছেন, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে যাই। সে ছবি ভর্তি বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হয়। তিনি ভবিষ্যতে এ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন।' ইউজিসির পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব না দেয়ার প্রসঙ্গ উঠলে রাষ্ট্রপতি বলেন, এভাবে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় চলতে পারবে না।

এ সময় বক্তৃতা করেন নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আতিকুল ইসলাম, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সা'দ আন্দালিব, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টসের ড. জহিরুল ইসলাম, পোর্ট সিটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক নুরুল আনোয়ার, এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির ভিসি অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী, নর্থবেঙ্গল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক আবদুল খালেক, ইস্টওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল হাসান, নর্থইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক আতফুল হাই শিবলি, বিইউবিটির অধ্যাপক আবু সালেক এবং উত্তরা ইউনিভার্সিটির প্রোভিসি ইয়াসমিন আরা লেখা।